গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
রেলপথ মন্ত্রণালয়
প্রশাসন-২ শাখা

মে/২০১৬ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি : মোঃ ফিরোজ সালাহ্ উদ্দিন
সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়।
তারিখ : ৩১.০৫.২০১৬ খ্রিঃ
সময় : সকাল ১১.০০ ঘটিকা
স্থান : সম্মেলন কক্ষ (৮ম তলা), রেলভবন, ঢাকা।

০২। উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা: পরিশিষ্ট - 'ক'

০৩। সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। এরপর গত ২৮.০৪.২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী সভায় উপস্থাপন করা হয় এবং যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ হওয়ায় তা দৃঢ়করণ করা হয়। অতঃপর সভাপতি আলোচ্যসূচি উপস্থাপনের অনুরোধ জানালে উপ-সচিব (প্রশাসন) আলোচ্যসূচি উপস্থাপন করেন।

০৪। আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিষয়সমূহ সভায় বিস্তারিত আলোচনার পর সর্বসম্মতিক্রমে নিম্নরূপ সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়ঃ

(ক) ভূমি সংক্রান্ত বিষয়সমূহঃ

<table>
<tr><th>ক্রঃনং</th><th>বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নকারী</th></tr>
<tr><td>৪.০১</td><td>বাংলাদেশ রেলওয়ের জমিতে অবস্থিত অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ কার্যক্রম।</td><td>যুগ্ম-সচিব (ভূমি) জানান যে,
ট্রেন পরিচালনার সুবিধার্থে রেল লাইনের ২ পার্শ্বের অবৈধ স্থাপনা/দখল নিয়মিতভাবে উচ্ছেদ করা হচ্ছে। বিগত ৬ মাসে রেলওয়ের জমিতে অবস্থিত অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ সম্পর্কিত তথ্য নিম্নরূপঃ
<table>
<tr><th rowspan="2">মাসের নাম</th><th colspan="3">উদ্ধারকৃত জমির পরিমান (একর)</th></tr>
<tr><th>পূর্বাঞ্চল</th><th>পশ্চিমাঞ্চল</th><th>মোট</th></tr>
<tr><td>নভেম্বর/২০১৫</td><td>১০.৩৬</td><td>১৭.০৩</td><td>২৭.৩৯</td></tr>
<tr><td>ডিসেম্বর/২০১৫</td><td>৭.৯৪</td><td>৫.৭৩</td><td>১৩.৬৭</td></tr>
<tr><td>জানুয়ারি/২০১৬</td><td>৪.৯৮</td><td>৫.৫৬</td><td>১০.৫৪</td></tr>
<tr><td>ফেব্রুয়ারি/২০১৬</td><td>৩.১৬</td><td>৩১.৮৩</td><td>৩৪.৯৯</td></tr>
<tr><td>মার্চ/২০১৬</td><td>২.৫৭</td><td>৩৬.১৯</td><td>৩৮.৭৬</td></tr>
<tr><td>এপ্রিল/২০১৬</td><td>৫.৫৭</td><td>১৩.৮০</td><td>১৯.৩৭</td></tr>
<tr><td>৬ মাসে মোট</td><td>৩৪.৫৮</td><td>১১০.১৪</td><td>১৪৪.৭২</td></tr>
</table>
উল্লেখ্য, অতি:সচিব(প্রশাসন) এঁর সভাপতিত্বে ৩০.০৫.২০১৬ তারিখ বিকাল ৩.০০ ঘটিকায় ভূ-সম্পত্তি রক্ষা, সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনা, উচ্ছেদ কার্যক্রম, রাজস্ব আদায়, সার্টিফিকেট মামলা নিয়ে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।
ডিজি, বিআর জানান যে,
(১) ট্রেন পরিচালনার সুবিধার্থে রেল লাইনের দু'পাশসহ রেলভূমিতে স্হাপিত সকল অবৈধ স্হাপনা উচ্ছেদ অভিযান নিয়মিতভাবে পরিচালনা অব্যাহত আছে। উচ্ছেদের মাধ্যমে উদ্ধারকৃত রেলভূমি সুরক্ষার জন্য পূর্বাঞ্চলে প্রায় ৫.৫৬৪ কিঃ মিঃ রেল ফেন্সিং নির্মাণ/স্হাপন করা হয়েছে এবং ৯,০০০ টি বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা/বিভিন্ন প্রজাতির ২৩,১৭৭ টি শোভা বর্ধনকারী ফুলের</td><td>(১) ট্রেন পরিচালনার সুবিধার্থে রেল লাইনের দুই পাশসহ বাংলাদেশ রেলওয়ে জমিতে অবস্থিত সকল অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ অভিযান নিয়মিতভাবে পরিচালনা করতে হবে এবং উচ্ছেদকৃত জায়গা যাতে পুনরায় বেদখল না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে।
(২) প্রতি মাসের ১ম সপ্তাহে পূর্ববর্তী মাসের উচ্ছেদ কার্যক্রমের প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।
(৩) বুলডোজার কেনার চাইতে ভাড়া করা সাশ্রয়ী বিধয় ভাড়া করার সিদ্ধান্ত গৃহীত ~~হয়েছে~~ হল।
(৪) স্টেশনসমূহ ভাসমান লোকজন এবং অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের কাছ থেকে মুক্ত রাখতে হবে এবং এ বিষয়ে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে।
(৫) প্রতিমাসে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার জন্য স্থানসহ লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করে দিতে হবে।
(৬) উচ্ছেদ কার্যক্রমে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধির বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জিএমগণ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
(৭) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) প্রতি মাসে উচ্ছেদ কার্যক্রম, রাজস্ব আদায়, সার্টিফিকেট মামলা,বাজেট, জনবল সমস্যা ইত্যাদি নিয়ে ভূ-</td><td>১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৩। যুগ্ম-সচিব (সংযুক্ত), (ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৫। জিএম (পূর্ব), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৬। ডিআইজি, রেলওয়ে পুলিশ।
৭। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম)।</td></tr>
</table>

ক্রঃনং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		চারা রোপন করা হয়েছে। অনুরূপভাবে পশ্চিমাঞ্চলে প্রায় ০.৭০২ কিঃ মিঃ রেল ফেন্সিং নির্মাণ/স্হাপন করা হয়েছে এবং ৩,০০০ টি বিভিন্ন প্রজাতির গাছের চারা রোপন করা হয়েছে। (২) প্রতি মাসের ১ম সপ্তাহে পূর্ববর্তী মাসের উচ্ছেদ কার্যক্রমের প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হচ্ছে। (৩) রেলওয়ে উচ্ছেদ কার্যক্রমের জন্য বুলডোজার ক্রয়ের বিষয় পরীক্ষা করে দেখা যায় ক্রয়ের চাইতে বুলডোজার ভাড়া করা সাশ্রয়ী। (৪) যুগ্ম-সচিব (ভূমি) জানান যে, বিলোর্ডের তালিকাকৃত সকল বিলবোর্ড অপসারণ করা হয়েছে। (৫) স্টেশনসমূহ ভাসমান লোকজন এবং অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের কাছ থেকে মুক্ত রাখতে গত এপ্রিল/২০১৬ মাসে সর্বমোট ১২ (বার) টি মোবাইল কোর্ট কার্যক্রম পরিচালিত হয়েছে। (৬) প্রতিমাসে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার নিমিত্ত স্থান নির্ধারণের জন্য ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। (৭) উচ্ছেদ কার্যক্রমের ব্যয় নির্বাহে চলতি ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত বাজেট অপ্রতুল বিধায় সিইও (পশ্চিম), রাজশাহীর অনুকূলে অতিরিক্তসহ মোট ৪৫.০০ লক্ষ টাকা এবং সিইও (পূর্ব), চট্টগ্রামের অনুকূলে অতিরিক্ত মোট ৫০.০০ লক্ষ টাকা বাজেট বরাদ্দের জন্য এডিজি (অর্থ), বাংলাদেশ রেলওয়ে, রেলভবন, ঢাকাকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। (৮) এলাকাভিত্তিক টিম গঠন করে উচ্ছেদকৃত স্হানসমূহ সপ্তাহে কমপক্ষে একটি টহল/পরিদর্শনের নির্দেশনা প্রদান এবং এ বিষয়ে স্টেশন মাস্টারকে দায়িত্ব প্রদান করার জন্য জিএম (পূর্ব/পশ্চিম), চট্টগ্রাম/রাজশাহীকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। (৯) উভয় অঞ্চলের ভূ-সম্পত্তি বিভাগের চাহিদাসহ আরও অন্যান্য মোট ১২১৩ টি পদের ছাড়পত্র পাওয়া গেছে যা বর্তমানে নিয়োগের প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। (১০) রেল ক্রসিংগুলোর আশে-পাশের অবৈধ দোকান উচ্ছেদ করার জন্য এবং অবৈধ স্হাপনা করার সময় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীরা যাতে বাধা প্রদান করেন সে বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্হা গ্রহণের জন্য জিএম (পূর্ব/পশ্চিম), চট্টগ্রাম/রাজশাহীকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। (১১) রেলওয়ের সরকারি বাসাসমূহে অবৈধভাবে বসবাসকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য জিএম (পূর্ব/পশ্চিম), চট্টগ্রাম/	সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম) নিয়ে সভা করবেন এবং আগামী সভায় বছরের আয় বৃদ্ধি সম্ভাব্য উপায় সমূহ সুপারিশ উপস্থাপন করবেন। (৮) মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম)কে এলাকা ভিত্তিক টিম গঠন করে উচ্ছেদকৃত স্থানসমূহ সপ্তাহে কমপক্ষে একটি টহল/পরিদর্শনের নির্দেশনা প্রদান করবেন এবং এ জন্য টীম গঠন করবেন। স্টেশনমাস্টারকে এ বিষয়ে দায়িত্ব প্রদান করতে হবে। (৯) ভূ-সম্পত্তি বিভাগের জনবল ঘাটতির বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (১০) রেল ক্রসিংগুলির আশেপাশে অবৈধ দোকান উচ্ছেদ করতে হবে। (১১) অবৈধ স্থাপনা করার সময় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীরা বাধা দিবেন। (১২) রেলওয়ের সরকারী বাসাসমূহে অবৈধভাবে বসবাসকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (১৩) বিভাগীয় ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তাগণের উচ্ছেদ কাজ পরিচালনাসহ ও অন্যান্য দাপ্তরিক কাজে ব্যবহারের জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা করতে হবে। (১৪) অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) এবং যুগ্ম-সচিব (ভূমি) পর্যায়ক্রমে ভূ-সম্পত্তি অফিস সমূহ পরিদর্শন করবেন।	

<table>
<tr><th>ক্রঃনং</th><th>বিষয়</th><th>আলোচনা</th><th>সিদ্ধান্ত</th><th>বাস্তবায়নকারী</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>রাজশাহীকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

(১২) বিভাগীয় ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পাকশী/লালমনিরহাট) এর উচ্ছেদ কাজ পরিচালনাসহ অন্যান্য দাপ্তরিক কাজে ব্যবহারের জন্য যানবাহনের ব্যবস্থা করার জন্য জিএম (পশ্চিম), রাজশাহীকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।</td><td></td><td></td></tr>
<tr><td>৪.০২</td><td>বাংলাদেশ রেলওয়ের সার্টিফিকেট মামলা নিস্পত্তি ।</td><td>যুগ্ম-সচিব (ভূমি) জানান যে,

এপ্রিল/২০১৬ মাসে পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলে কোন নতুন মামলা দায়ের হয়নি এবং কোন মামলা নিস্পত্তি হয়নি। উভয় অঞ্চলে দায়েরকৃত মোট সার্টিফিকেট মামলার সংখ্যা ২৮১টি, মোট নিস্পত্তিকৃত মামলার সংখ্যা ১০৯টি এবং মোট অনিস্পন্ন মামলার সংখ্যা ১৭২টি। এপ্রিল/২০১৬ মাসে মোট আদায় ২,৭৬,০৮১/- টাকা তন্মধ্যে পূর্বাঞ্চলে ১,২৬,০৮১/- টাকা এবং পশ্চিমাঞ্চলে ১,৫০,০০০/- টাকা। উভয় অঞ্চলে মোট দাবীকৃত অর্থের পরিমাণ ১১,৫৫,৭৭,৪৭২/- টাকা। মোট অনাদায়ী টাকার পরিমাণ ১০,৩৪,৬৫,৫৮৯/- টাকা।

ডিজি, বিআর জানান যে,

(১) পেন্ডিং সার্টিফিকেট মামলাসমূহ দ্রুত নিস্পত্তির লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণের জন্য সিইও (পূর্ব/পশ্চিম), চট্টগ্রাম/রাজশাহীকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। উভয় অঞ্চলের সার্টিফিকেট মামলা দ্রুত নিস্পত্তির লক্ষ্যে দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের কাচারী ভিত্তিক দায়িত্ব বন্টন করা হয়েছে। বকেয়া আদায়ের তৎপরতা জোরদার করাসহ প্রয়োজনে নতুন মামলা দায়ের করার জন্য সিইও (পূর্ব/পশ্চিম), চট্টগ্রাম/ রাজশাহীকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

(২) পূর্বাঞ্চলের ও পশ্চিমাঞ্চলের বিগত ০৬ মাস (নভেম্বর/১৫ হতে এপ্রিল/১৬) এর আদায় মাসওয়ারী নিম্নরূপ ঃ

(অংকসমূহ লক্ষ টাকায়)

<table>
<tr><th>এাস</th><th>পূর্বাঞ্চল</th><th>পশ্চিমাঞ্চল</th><th>মোট</th></tr>
<tr><td>নভেম্বর/১৫</td><td>৩.২২</td><td>১.৭৪</td><td>৪.৯৬</td></tr>
<tr><td>ডিসেম্বর/১৫</td><td>৫.১০</td><td>৪.৪২</td><td>৯.৫২</td></tr>
<tr><td>জানুয়ারী/১৬</td><td>১২৮.০১</td><td>২৮.০৮</td><td>১৫৬.০৯</td></tr>
<tr><td>ফেব্রুয়ারী/১৬</td><td>১.৩২</td><td>১.৩০</td><td>২.৬২</td></tr>
<tr><td>মার্চ/১৬</td><td>১.০৭</td><td>১.৫০</td><td>২.৫৭</td></tr>
<tr><td>এপ্রিল/১৬</td><td>১.২৬</td><td>১.৫০</td><td>২.৭৬</td></tr>
<tr><td>মোট =</td><td>১৩৯.৯৮</td><td>৩৮.৫৪</td><td>১৭৮.৫২</td></tr>
</table>
(৩) রেলওয়ের অবৈধ দখলকৃত জমি উচ্ছেদ ও দেওয়ানী মামলার বিষয়ে প্রতি মাসে জিএম (পূর্ব/পশ্চিম) নিয়মিত সভা করছেন।

(৪) মহাপরিচালকের কার্যালয়ে একজন সিনিয়র আইন কর্মকর্তার পদসহ পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক গত ২১ মার্চ/২০১৬ তারিখে দাখিলকৃত Draft Final Report এ জনবল পুনঃনির্ধারণের প্রস্ত</td><td>(১) পেন্ডিং সার্টিফিকেট মামলাসমূহ দ্রুত নিস্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। বকেয়া আদায়ের তৎপরতা জোরদার করতে হবে। প্রয়োজনে নতুন মামলা দায়েরের ব্যবস্থা নিতে হবে। বকেয়া উদ্ধারের পরিমাণ বাড়াতে হবে।
(২) পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের বিগত ০৬ মাসের আদায় মাসওয়ারী ছকে আগামী সভায় উপস্থাপন করতে হবে।

(৩) জিএম (পূর্ব/পশ্চিম) এর সভাপতিত্বে সিইও (পূর্ব/পশ্চিম), সংশ্লিষ্ট আইন কর্মকর্তা ও অন্যান্য সকলকে নিয়ে রেলওয়ের অবৈধ দখলকৃত জমি উচ্ছেদ সংক্রান্ত ও দেওয়ানী মামলার বিষয়ে প্রতিমাসে সভা আয়োজন করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ পূর্বক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে। দেওয়ানী মামলায় রেলের পক্ষে রায় হওয়া জমি যথাসময়ে দখলে নিতে হবে।

(৪) বাংলাদেশ রেলওয়ের মহাপরিচালকের কার্যালয় রেলভবন ঢাকায় একজন আইন কর্মকর্তার পদ সৃজনের/পদায়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

(৫) দি রেলওয়ে মেন্স স্টোরস লিঃ, আন্তঃজেলা বাস মালিক সমিতি, কদমতলী এবং ধুম শুভপুর বাস মালিক সমিতি এর অবৈধভাবে দখলকৃত জমির বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণসহ অনাদায়ী অর্থ আদায়ের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক ফলো-আপ প্রতিবেদন নিয়মিত প্রেরণ করতে হবে।
(৬) বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তাগণের কার্যালয়ে জনবল সংকট নিরসনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন) এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন।

(৭) সমন্বয় সভার পূর্বে অতিরিক্ত</td><td>১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
২। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৩। যুগ্ম-সচিব (সংযুক্ত) (ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪। জিএম (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৫। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।</td></tr>
</table>

ক্রঃনং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		াব করা হয়েছে। (৫) বাংলাদেশ রেলওয়ে মেন্স স্টোরস লিঃ এর নির্মাণ কাজ, পজেশন বিক্রয় এবং দখলস্তান্তরের কার্যক্রমের বিরুদ্ধে দি রেলওয়ে মেন্স স্টোরস লিঃ-বনাম- বাংলাদেশ রেলওয়ে এর মধ্যে মহামান্য হইকোর্ট বিভাগ, ঢাকায় চলমান রীট পিটিশন নং-৭৭৭৫/২০১০ মামলাটি দীর্ঘদিন শুনানীর পর গত ২৮.০১.২০১৬ তারিখে খারিজক্রমে রেলওয়ের অনুকূলে রায় ঘোষিত হয়েছে। তৎপ্রেক্ষিতে এ দপ্তরের ০৬.০৩.২০১৬ তারিখের পত্রের মাধ্যমে মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের রায় অনুযায়ী ১৭,৮১০ বর্গফুট রেলভূমি হতে অবৈধ দখলদারকে জরুরিভিত্তিতে উচ্ছেদ করার জন্য জিএম (পূর্ব), চট্টগ্রামকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। (ক) আন্তঃজেলা বাস মালিক সমিতি, কদমতলী এবং ধুম শুভপুর বাস মালিক সমিতি এর অবৈধভাবে দখলকৃত জমির বিষয়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণসহ অনাদায়ী অর্থ আদায়ের বিষয়ে সিইও (পূর্ব), চট্টগ্রাম কর্তৃক গত ০৮.০৫.২০১৩ তারিখের পত্রের মাধ্যমে জেনারেল সার্টিফিকেট অফিসার, জেলা প্রশাসকের কার্যালয়, চট্টগ্রামকে পৃথক পৃথকভাবে অনুরোধ জানানো হয়েছে। এ বিষয়ে ফলো-আপ কার্যক্রম অব্যাহত রাখার জন্য সিইও (পূর্ব), চট্টগ্রাম-কে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। (খ) প্রসঙ্গত চট্টগ্রামস্থ ধুম শুভপুর বাস, মিনিবাস এবং হিউম্যান হলার মালিক সমিতির ১৮.০৫.২০১৪ তারিখের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে কদমতলী আন্তঃজেলা বাস মালিক সমিতির অনুকূলে বর্তমানে নির্ধারিত ৫.৪০ টাকা হারে ধুম শুভপুর বাস, মিনিবাস এবং হিউম্যান হলার মালিক সমিতির লাইসেন্স ফি’র হার পুনঃনির্ধারণের ব্যাপারে ১৬.০৯.২০১৫ তারিখে অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন) মহোদয়ের সভাপতিতে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় ৩টি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যথা- (১) ধুম-শুভপুর বাস-মিনিবাস-হিউম্যান হলার মালিক সমিতির অনুকূলে বরাদ্দকৃত ভূমির বর্গফুট ভিত্তিক ভাড়া সমতাকরণের কোন দরখাস্ত মহাপরিচালকের সুপারিশসহ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলে বিষয়টি মন্ত্রণালয় সিদ্ধান্ত প্রদান করবে; (২) একই নীতিমালার আওতায় একই উদ্দেশ্যে ব্যবহারের জন্য একই শহরে ২টি সমিতিকে রেলভূমি বরাদ্দের ক্ষেত্রে ভিন্ন ভিন্ন হারে ভাড়া নির্ধারণ করায় বর্তমান অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। এ বিষয়ে মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ের মতামত চাওয়া হয়; এবং (গ) কদমতলী আন্তঃজেলা বাস মালিক সমিতির এবং ধুম শুভপুর বাস-মিনিবাস-হিউম্যান হলার মালিক সমিতির নিকট পাওনা টাকা আদায়ের ক্ষেত্রে সার্টিফিকেট মামলার বর্তমান অগ্রগতির	সচিব (প্রশাসন) পূর্ব ও পশ্চিম অঞ্চলের ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তাদের নিয়ে সভা করবেন।	

ক্রঃনং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য সিইও (পূর্ব), বাংলাদেশ রেলওয়ে, চট্টগ্রামকে অনুরোধ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে এ দপ্তরের ১৮.১১.২০১৫ তারিখের পত্রের মাধ্যমে বর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন প্রতিবেদন রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হলে রেলপথ মন্ত্রণালয়, ভূমি শাখার ১১.০৫.২০১৬ তারিখের পত্রের মাধ্যমে চট্টগ্রামস্থ ধুম শুভপুর বাস-মিনিবাস-হিউম্যান হলার মালিক সমিতির লাইসেন্স ফি'র হার কদমতলী আন্তজেলা বাস মালিক সমিতির অনুরূপ ৫.৪০ টাকা প্রতি বর্গফুট নির্ধারণের ক্ষেত্রে নীতিমালার ৯ অনুচ্ছেদের আওতায় ৩ এডিজি'র সুপারিশসহ একটি প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়। তদানুযায়ী সদর দপ্তর ভূ-বরাদ্দ কমিটির সুপারিশ সংবলিত কার্যবিবরণী প্রেরণে জন্য এ দপ্তরের ২৪.০৫.২০১৬ তারিখের পত্রের মাধ্যমে জিএম (পূর্ব), চট্টগ্রামকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।		
৪.০৩	বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সংশোধনী নীতিমালা প্রণয়ন।	যুগ্ম-সচিব (ভূমি/সংযুক্ত) জানান যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের জন্য ভূ-সম্পত্তি ব্যবস্থাপনা নীতিমালা-২০১৫ এর চূড়ান্ত খসড়া অতি:সচিব (প্রশাসন) কর্তৃক যাচাই করা হয়েছে। নীতিমালাটি অনুমোদনের জন্য প্রক্রিয়াধীন আছে।	বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি ব্যবস্থাপনার জন্য খসড়া নীতিমালা দ্রুত চূড়ান্ত করতে হবে।	১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৩। যুগ্ম-সচিব (ভূমি/সংযুক্ত), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪.০৪	বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ।	যুগ্ম-সচিব (ভূমি/সংযুক্ত) জানান যে, বাংলাদেশ বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমির বকেয়া ভূমি উন্নয়ন কর ও পৌরকর পরিশোধের জন্য বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধিসহ অন্যান্য করণীয় বিষয়ে অতি:সচিব (প্রশাসন) এঁর সভাপতিত্বে ০৭-০৯-২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত আন্ত:মন্ত্রণালয় সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভূমি সংস্কার বোর্ড হতে বিস্তারিত বকেয়ার তথ্যাদি পাওয়া যায়। প্রাপ্ত তথ্যাদি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ চেয়ে প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের জন্য মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়েকে গত ১২.০৪.২০১৬ তারিখে পত্র দেয়া হয়েছে। পরবর্তীতে ২৪.০৫.২০১৬ তারিখে তাগিদপত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ডিজি, বিআর জানান যে, (৩) ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের লক্ষ্যে চলতি ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলের জন্য ৭.০০ কোটি টাকা এবং পশ্চিমাঞ্চলের জন্য ৭.০০ কোটি টাকা বাজেট বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে, যা হতে বিভিন্ন সংস্থার দাবী অনুযায়ী ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ করা হচ্ছে। তবে বকেয়াসহ হালনাগাদ ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের লক্ষ্যে চলতি ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চলের জন্য ২০.০০ কোটি টাকা করে বাজেট বরাদ্দ করা প্রয়োজন।	(১) ভূমি সংস্কার বোর্ড থেকে প্রাপ্ত তথ্য মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়েকে প্রেরণ পূর্বক যাচাই করে সঠিক দাবি নির্ধারণপূর্বক মন্ত্রণালয়কে অবহিত করতে হবে। (২) সংশ্লিষ্ট সহকারী কমিশনার (ভূমি) দের নিকট হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে যাচাই করে প্রকৃত দাবি নির্ধারণ করতে হবে। (৩) রেলওয়ের ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় বাজেট বরাদ্দের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। অতিরিক্ত সচিব (প্রঃ), রেলপথ মন্ত্রণালয় ২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৩। যুগ্ম-সচিব (ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৪। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৫। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৬। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।

ক্রঃনং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৪.০৫	বাংলাদেশ রেলওয়ের ভূমি আধুনিক পদ্ধতিতে সার্ভে করে Land Use Plan প্রণয়ন ।	যুগ্ম-সচিব (ভূমি/সংযুক্ত) জানান যে, Land Survey and Preparation of Land use plan তৈরী প্রকল্পের মেয়াদ ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৫ তারিখে শেষ হয়েছে। উক্ত প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কাজ, অবাস্তবায়িত কাজ এবং LIS সিস্টেমসহ অন্যান্য কাজের জন্য Software উন্নয়ন, রেলওয়ে রিফর্ম প্রকল্পের Technical সহায়তা, প্রশিক্ষণ প্রদান ইত্যাদি বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক সর্বশেষ বিস্তারিত তথ্যাদি সভায় উপস্থাপন করতে পারেন। ডিজি, বিআর জানান যে, ইতোমধ্যে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক Data base schema design, Integration of data base linking Mouza maps and Khatian এবং Design of LIS software সম্পন্ন করা হয়েছে। বাংলাদেশ রেলওয়ের সংস্কার প্রকল্পের নিয়োজিত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক চুক্তিপত্রের সংস্হান অনুযায়ী সরবরাহকৃত ArcGIS Server Work group standard version (10GB) পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক তৈরীকৃত dataset এর জন্য প্রয়োজনীয় ক্ষমতার (60GB) কম হওয়ায় বাংলাদেশ রেলওয়ের সংস্কার প্রকল্প হতে চাহিদা অনুযায়ী ArcGIS Server Work group standard version (60GB) সরবরাহ করার জন্য নিয়োজিত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানকে অনুরোধ করা হয়েছে। এছাড়া চট্টগ্রাম ও রাজশাহীতে ArcGIS Desktop Software হস্তান্তর না করা এবং LIS Server (Windows Server) মাঝে মাঝে অর্থাৎ ১/২ ঘন্টা পর পর Turning off হওয়া ইত্যাদি কারণে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সংগৃহীত তথ্যসমূহ Digitation করার কাজ ব্যাহত হচ্ছে। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক এপ্রিল ২০১৫ মাসে নমুনা হিসেবে দাখিলকৃত পূর্বাঞ্চলের (৫ সেট) ও পশ্চিমাঞ্চলে (৫ সেট) চূড়ান্ত প্রতিবেদন (Final Report) এ দপ্তরের ০৫.০৫.২০১৫ তারিখের পত্রের মাধ্যমে উভয় অঞ্চলের সিই, সিইও, ডিইও এর নিকট প্রেরণপূর্বক পরীক্ষা-নিরীক্ষান্তে মতামত প্রদানের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি এ বিষয়ে কোন কর্মকর্তার নিকট হতে পূর্ণাঙ্গ মতামত পাওয়া যায়নি। এছাড়াও গত ২৫.০৬.২০১৫ তারিখে সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে কাজের অগ্রগতির বিষয়ে অনুষ্ঠিত সভায় পরামর্শক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দাখিলকৃত পূর্বাঞ্চলের চূড়ান্ত প্রতিবেদন (Final Report) পর্যালোচনাপূর্বক	(২) পূর্বাঞ্চলের দাখিলকৃত ড্রাফট ফাইনাল রিপোর্ট পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মতামত সম্বলিত প্রতিবেদন দ্রুত প্রদানের জন্য গঠিত কমিটি নির্ধারিত সময়ে প্রতিবেদন পেশ করবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। যুগ্ম-সচিব (সংযুক্ত/ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৩। প্রকল্প পরিচালক (সংশ্লিষ্ট) ।

ক্রঃনং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		এর ওপর মতামত/ কমেন্ট/সংশোধনী প্রদান, প্রকল্পটি চূড়ান্তকরণ ও পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের বিল পরিশোধের ব্যাপারে মতামত প্রদানের জন্য সিইও (পূর্ব/পশ্চিম)-কে আহবায়ক করে পূর্ব/পশ্চিমাঞ্চলের জন্য ২ট পৃথক কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। তৎপ্রেক্ষিতে এ দপ্তরের ০৯.১২.২০১৫ তারিখের পত্র এবং ১০.১২.২০১৫ তারিখের উপানুষ্ঠানিক পত্র এর মাধ্যমে গঠিত কমিটির প্রতিবেদন প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। কিন্তু অদ্যাবধি গঠিত কমিটির প্রতিবেদন পাওয়া যায়নি। প্রসঙ্গত গত ২৮.০৫.২০১৫ তারিখে সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মে ২০১৫ মাসের সমন্বয় সভায় পূর্বাঞ্চল/পশ্চিমাঞ্চল এর দাখিলকৃত Draft Final Report পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে মতামত সম্বলিত প্রতিবেদন দ্রুত প্রদানের জন্য যুগ্ম-সচিব (ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়-কে আহবায়ক, সিইও (পূর্ব ও পশ্চিম) ও পরিচালক (প্রকৌশল)-কে সদস্য এবং প্রকল্প পরিচালক (জেডিজি (প্রকৌশল))-কে সদস্য সচিব করে কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। গঠিত কমিটির প্রতিবেদন অদ্যাবধি পাওয়া যায়নি		
৪.০৬	হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর এলাকার ভূমি বিরোধ নিস্পত্তি।	যুগ্ম-সচিব (ভূমি/সংযুক্ত) জানান যে, ঢাকা বিমানবন্দর সংলগ্ন এলাকার রেলভূমি নিয়ে বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষের সাথে বিরোধ নিস্পত্তির বিষয়ে মাননীয় মন্ত্রী, রেলপথ মনন্ত্রণালয় এর সভাপতিত্বে এবং মাননীয় মন্ত্রী, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এর উপস্থিতিতে গত ২৬-০৬-২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত আন্ত:মন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী গঠিত আন্ত:মন্ত্রণালয় কমিটির প্রতিবেদন/সুপারিশ অনুযায়ী বিমানের জন্য জেট-১ ফুয়েল পরিবহনের নিমিত্ত সাইডিং লাইন নির্মাণের জন্য বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্মিত দেয়ালের মধ্য হতে বাংলাদেশ রেলওয়ের অনুকূলে ৮.৩৬ একর ভূমি হস্তান্তরের জন্য সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়-কে গত ০১.০৪.২০১৫ তারিখে অনুরোধ করা হয়। পরবর্তীতে ০১.০৬.২০১৫ ও ১৯.১০.২০১৫ তারিখে তাগিদ প্রদান করা হয়। এ বিষয়ে মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় এর সভাপতিত্বে গত ২২.০৭.২০১৫ তারিখে অনুষ্ঠিত আন্ত:মন্ত্রণালয় সভায়ও উক্ত প্রকল্পের কাজ শুরু করার নির্দেশনা দেয়া হয়। কিন্তু বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ (বেবিচক) কর্তৃক ভূমি হস্তান্তর না করার কারণে বিমানের জন্য জেট-১ ফুয়েল পরিবহনের জন্য সাইডিং লাইন নির্মাণের নির্মাণ কাজ শুরু করা যায়নি। বিষয়টি সুরাহার জন্য রেলপথ মন্ত্রণালয় হতে ৩১.০৩.২০১৬ তারিখে এ বিষয়ে বেসামরিক বিমান পরিবহন ও পর্যটন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় মন্ত্রীর সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠানের জন্য অনুরোধ করা হয়।	(১) বর্ণিত রেলওয়ের ভূমি কোন ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠান যেন অবৈধভাবে দখল করতে না পারে তা নিশ্চিত করতে হবে। (২) রেলওয়ের অনুকুলে ৬০ ফুট জায়গার দখল আপাতত নিতে হবে। (৩) বিষয়টি নিয়ে আলোচনার জন্য আরেকটি আন্তঃমন্ত্রণালয় সভার জন্য বেসামরিক বিমান চলাচল ও পর্যটন মন্ত্রণালয়কে পত্র দিতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৩। যুগ্ম-সচিব (ভূমি)/(সংযুক্ত), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৪। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব)।

ক্রঃনং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		ডিজি, বিআর জানান যে, (১) বর্ণিত রেলভূমি কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যেন অবৈধভাবে দখল করতে না পারে তা নিশ্চিত করার জন্য ডিইও (ঢাকা)-কে নিয়মিত পর্যবেক্ষণ করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। (২) ঢাকা বিমানবন্দর স্টেশন সংলগ্ন রেলভূমিতে জেট ফুয়েল সাইডিং লাইন ও আনুষঙ্গিক স্থাপনাদি নির্মাণের লক্ষ্যে আপাতত ৬০ ফুট জায়গার দখল বাংলাদেশ রেলওয়ের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে বুঝে দেয়ার জন্য সচিব, বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয়কে পত্র লেখার জন্য এ দপ্তরের ২৪.০১.২০১৬ তারিখের পত্রের মাধ্যমে সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ জানানো হয়েছে। প্রসঙ্গত বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ ও বাংলাদেশ রেলওয়ের মধ্যে জমির মালিকানা সংক্রান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির লক্ষ্যে গত ০৫.০৫.২০১৬ তারিখে মাননীয় মন্ত্রী, বেসামরিক বিমান পরিবহণ ও পর্যটন মন্ত্রণালয় এর সভাপতিত্বে উক্ত মন্ত্রণালয়ের সভা কক্ষে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে, যার কার্যবিবরণী অদ্যাবধি পাওয়া যায়নি। উক্ত সভায় এ দপ্তরের ১৭.০৫.২০১৫ তারিখের পত্রের প্রস্তাবনা অনুযায়ী সরকারের অতিগুরুত্বপূর্ণ ঢাকা-টঙ্গী সেকশনের ৩য় ও ৪র্থ লাইন নির্মাণসহ ঢাকা বিমানবন্দর স্টেশন ইয়ার্ডের জেট-১ ফুয়েল সাইডিং লাইন নির্মাণ এবং আনুষঙ্গিক স্থাপনাদি নির্মাণের লক্ষ্যে বেবিচক কর্তৃক দখলকৃত ভূমি হতে ৮.৩৬ একর রেলভূমি বাংলাদেশ রেলওয়েকে হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে মর্মে জানা যায়।		
(খ) সাধারণ প্রশাসন সংক্রান্ত বিষয়সমূহঃ				
৪.০৭	বাংলাদেশ রেলওয়ের শূন্য পদে লোক নিয়োগ।	ডিজি, বিআর জানান যে, (১) হাইকোর্ট বিভাগে বাংলাদেশ রেলওয়ের নিয়োগের ওপর মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য আলাদা বিশেষ বেঞ্চ স্থাপন সংক্রান্ত বিষয়টি রেলপথ মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট। এ ব্যাপারে অত্র দপ্তরের পত্র নং- ৫৪.০১.২৬০০. ০০৬.১১.০২২.১০-২৮৮ তারিখ ১০-০৭-২০১৪ এর মাধ্যমে রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে এবং পরবর্তীতে পত্র নং ৫৪.০১.২৬০০.০০৩.২৭.০৩২.১৫-৬৪ তারিখ ১৬-০১-২০১৬ এর মাধ্যমে তাগিদপত্র ইস্যু করা হয়েছে। (২) স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে সততা ও নিরপেক্ষতার সাথে নিয়োগ কার্যক্রম চূড়ান্ত করার জন্য উভয় অঞ্চলের জিএমগণকে পরামর্শ দেয়া হয়েছে। (৩) এ ব্যাপারে পরিকল্পনা মোতাবেক প্রতি মাসের প্রথম সপ্তাহে নিয়োগের অগ্রগতি জানানোর জন্য উভয় অঞ্চলের জিএমগণকে নির্দেশনা দেয়া	(১) নিয়োগ সংক্রান্ত চলমান মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তি করতঃ নিয়োগ সম্পাদন করতে হবে। (২) নিয়োগ প্রক্রিয়ায় যথাযথ স্বচ্ছতা নিশ্চিত করে সততা ও নিরপেক্ষতার সাথে নিয়োগ সম্পন্ন করতে হবে। (৩) নিয়োগ কার্যক্রমের অগ্রগতি প্রতিবেদন নিয়মিত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (৪) নব নিয়োগকৃত কর্মচারিদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য নিয়মিত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (৫) টেকনিক্যাল জরুরী ASM.LM.PM পদগুলির	১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে ৩। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম) বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৪। যুগ্ম-সচিব (আইন)/(সংযুক্ত), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৫। উপ-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

ক্রঃনং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		হয়েছে। নবনিয়োগ ত্বরান্বিত করার জন্য উভয় অঞ্চলের জিএমগণকে একটি সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়। সে মোতাবেক সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা তৈরি করা হয়েছে। সহকারী স্টেশন মাস্টার এর ২৭০ টি পদের মৌখিক পরীক্ষা ইতোমধ্যে সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ৮৬ ক্যাটাগরির মোট ১৪৮৯ টি পদে ছাড়পত্রের বিপরীতে ২য়, ৩য় ও ৪র্থ শ্রেণির ৫৩ ক্যাটাগরির মোট ১২১৩ টি পদের ছাড়পত্র পাওয়া গেছে যা বর্তমানে নিয়োগের প্রক্রিয়াধীন আছে। (৪) নব-নিয়োগকৃত কর্মচারিদের যথাযথ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য পরবর্তীতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হবে। (৫) নবসৃষ্ট ৩০০ টি এএসএম পদের ১০০% পদ পূরণের জন্য রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। বিষয়টি বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। (৬) রেলওয়ে প্রশিক্ষণ একাডেমীর প্রশিক্ষণের মান বৃদ্ধির জন্য রেক্টর/আরটিএগুকে পরামর্শ দেয়া হয়েছে।	অবশিষ্ট ১০% পদ পূরণের ছাড়পত্র প্রদানের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে পত্র দিতে হবে। (৬) রেলওয়ে প্রশিক্ষণ একাডেমীর প্রশিক্ষণের মান বৃদ্ধিকরে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (৭) সহকারী স্টেশন মাস্টার, লোকোমাস্টার, পয়েন্টসম্যান ইত্যাদি টেকনিক্যাল পদের ১০% পদ পূরণের জন্য জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়কে অনুরোধ করতে হবে।	
৪.০৮	নিয়োগ বিধি প্রণয়ন।	সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১) জানান যে, এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত আছে। ডিজি, বিআর জানান যে, “বাংলাদেশ রেলওয়ের (ক্যাডার বর্হিভুত গেজেটেড কর্মকর্তা এবং নন-গেজেটেড কর্মচারী) নিয়োগ বিধিমালা, ২০১৪” রেলপথ মন্ত্রণালয়ের সচিব মহোদয়ের নির্দেশনা মোতাবেক প্রনয়ন ও প্রেরণ করা হয়েছে। সমন্বয় সভার কার্যবিবরণীর সিদ্ধান্ত মোতাবেক বর্তমনে এ নিয়োগবিধিসহ জনবল নির্ধারণ সংক্রান্ত পিডি/রিফর্ম এর অধীনে নিয়োজিত কনসালটেন্ট Pricewaterhouse Coopers Pvt Ltd. (PwC) কর্তৃক চুড়ান্ত করে এতৎসংক্রান্ত খসড়া প্রস্তাব রেলপথ মন্ত্রণালয়ে নীতিগত অনুমোদনের জন্য ১০-৪-২০১৬ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে।	(১) বাংলাদেশ রেলওয়ে নন-গেজেটেড কর্মচারিদের খসড়া নিয়োগ বিধির বিষয়ে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের জবাব দ্রুত প্রস্তুত করে প্রেরণ করতে হবে এবং পরিচালক(সংস্থাপন), বাংলাদেশ রেলওয়ে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা হিসেবে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করবেন।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। উপ-সচিব (প্রশাসন) রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৩। পরিচালক (সংস্থাপন), বাংলাদেশ রেলওয়ে ।
৪.০৯	ক্যাডার কম্পোজিশন রুল্স প্রণয়ন এবং নিয়োগ বিধি প্রণয়ন।	সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১) জানান যে, রেলপথ মন্ত্রণালয় হতে ২৪-০৩-২০১৫ তারিখে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হলে ১৬-০৪-২০১৫ তারিখ জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে কতিপয় তথ্য চেয়ে প্রস্তাবটি ফেরত প্রদান করা হয়েছে। গত ২৯-০৪-২০১৫ তারিখ ডিজি, বিআরকে উক্ত পত্রের চাহিদা মোতাবেক তথ্যাদি প্রেরণের জন্য অনুরোধ জানানো হয়েছে। এ বিষয়ে বাংলাদেশ রেলওয়ের বক্তব্য সভায় জানতে চাওয়া যেতে পারে।	ক্যাডার কম্পোজিশন রুল্স ও নিয়োগ বিধি অনুমোদনের জন্য উপ সচিব (প্রশাসন) বিষয়টি মনিটরিং করবেন।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৩। উপ-সচিব(প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৪। সিনিয়র সহকারী সচিব (প্রশাসন-১), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৫ ।উপ-পরিচালক/ই-১, বাংলাদেশ রেলওয়ে।

ক্রঃনং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৪.১০	বাংলাদেশ রেলওয়ের অডিট আপত্তি নিষ্পত্তি।	উপ-সচিব (অডিট) সভায় অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির বিষয়ে ফেব্রুয়ারি/২০১৬ কার্যক্রম সম্পর্কে নিম্নরূপ তথ্যাদি উপস্থাপন করেন। এপ্রিল/২০১৬ পর্যন্ত অডিট আপত্তির সংখ্যা ১৪,৬৮৭টি। এপ্রিল/২০১৬ মাসে নিষ্পত্তি হয়েছে ০৪টি। এপ্রিল/২০১৬ পর্যন্ত মোট অনিষ্পন্ন আপত্তির সংখ্যা-১৪,৬৮৫টি । সাধারণ অনিষ্পন্ন-১৩,১৬৬টি অগ্রিম অনিষ্পন্ন - ৯২৫টি খসড়া অনিষ্পন্ন- ৫৯৬টি নিষ্পত্তিকৃত- ০২টি নতুন আপত্তির সংখ্যা- ০টি ডিজি,বিআর জানান যে, (১) ২৭-৪-১৬ হতে ২৬-৫-১৬ তারিখ পর্যন্ত ২৫ টি ব্রডশীট জবাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। (২) দ্বি-পক্ষীয় সভা করার লক্ষ্যে বিভাগীয় প্রধানগণকে পত্র লেখা হয়েছে এবং সভার কার্যক্রম অব্যাহত আছে। (৩) সভার কার্যক্রম চলমান আছে। আগামী ০২/০৬/২০১৬ তারিখ এবং ০৯/০৬/২০১৬ তারিখে জিএম/পূর্ব ও পশ্চিম দপ্তরে ০২ টি ত্রি-পক্ষীয় সভা অনুষ্ঠিত হবে। (৪) নতুন প্রোফর্মা অনুযায়ী ব্রডশীট জবাবের কার্যক্রম চলছে। (৫) পিএ কমিরি সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বিভাগীয় প্রধানগণকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।	(১) প্রয়োজনীয় প্রমাণকসহ যথাসময়ে জবাব প্রদানপূর্বক অডিট আপত্তিসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (২) অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে অতিরিক্ত মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব ও পশ্চিম) কে প্রতি মাসে অন্ততঃ দু'বার নিয়মিত দ্বি-পক্ষীয় সভা আয়োজন করতে হবে এবং কার্যবিবরণী মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। (৩) ত্রি-পক্ষীয় সভার মাধ্যমেও অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (৪) অডিট আপত্তি সংক্রান্ত তথ্য নির্ধারিত ছকে প্রেরণ করতে হবে। (৫) বিভিন্ন সময়ে গঠিত জাতীয় সংসদের পি.এ কমিটিতে আলোচিত ও সিদ্ধান্ত গৃহীত ১৫৯টি অডিট আপত্তির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিষয়ে জবাব/প্রতিবেদন আগামী ৩০(ত্রিশ) দিনের মধ্যে মহাপরিচালক বাংলাদেশ রেলওয়েকে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	১। অতিরিক্ত সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয়। ২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৩। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৪। উপ-সচিব (অডিট), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪.১১	বাংলাদেশ রেলওয়ের পেনশন কেস নিষ্পত্তি।	ডিজি বিআর জানান যে, (১) এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জিএম (পূর্ব ও পশ্চিম) কে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে। (২) পেনশন কেস দ্রুততার সাথে নিষ্পন্ন করার বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে মনিটরিং করা হচ্ছে। মার্চ/২০১৬ এর জের ৯টি , এপ্রিল/২০১৬ মাসে নতুন কেইস ০টি এবং নিষ্পত্তি ৬টি। এপ্রিল/২০১৬ এর জের ৩টি। (৩) পেনশন কেসসমূহে যথাযথভাবে যাচাই বাছাই করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হচ্ছে।	(১) পেনশন কেস প্রেরণের ক্ষেত্রে উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট হতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার বিরুদ্ধে অডিট আপত্তি নেই এমন সার্টিফিকেট সংগ্রহপূর্বক পেনশন মঞ্জুর সম্পর্কে অফিস প্রধানের সুস্পষ্ট মন্তব্যসহ যথাযথভাবে পেনশন প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (২) পেনশন কেস দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সর্বোচ্চ উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। (৩) ডিজি, বিআর এর দপ্তর হতে পেনশন কেসসমূহ যথাযথভাবে যাচাই-বাছাই করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	১। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৩। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৪। উপ-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪.১২	বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি।	সিনিয়র সহকারী সচিব (শৃঙ্খলা) জানান যে, পূর্ব মাস হতে আগত বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ৫১টি, চলতি মাসে বিভাগীয় মামলা রুজু হয় ০টি। চলতি মাসে কোন মামলা নিষ্পত্তি হয়নি। ৬ মাসের উর্ধ্বে বিভাগীয় মামলার সংখ্যা ৪১টি, ৩ মাসের উর্ধ্বে বিভাগীয় মামলা ০৭টি, তদন্তাধীন মামলার সংখ্যা ৪৫টি। এ ছাড়া ডিজি, বিআর জানান যে,	(১) বিভাগীয় মামলাসমূহ দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (২) যে সকল মামলা ৬ মাসের অধিক পেন্ডিং রয়েছে সেগুলো দ্রুত নিষ্পত্তির জন্য সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৩। সিনিয়র সহকারী সচিব (শৃঙ্খলা), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

ক্রঃনং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		(১) বিভাগীয় মামলার দ্রুত নিস্পত্তির কার্যক্রম অব্যাহত আছে। ফেব্রুয়ারি/২০১৬ মাসের জের২৯৪ টি, মার্চ/২০১৬ মাসে নতুন মামলা হয়েছে ২২টি, নিস্পত্তি হয়েছে ৪৩টি। মার্চ/২০১৬ মাসের জের ২৭৩ টি। (২) যে সকল বিভাগীয় মামলা ৬ মাসের অধিক পেন্ডিং রয়েছে সেগুলোর দ্রুত নিস্পত্তির জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।		
৪.১৩	পরিদর্শন।	ডিজি, বিআর জানান যে, সংস্থার প্রধান ও বিভাগীয় প্রধানগণ ম্যানুয়াল অনুযায়ী নিজ নিজ অফিস পরিদর্শনসহ মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন অব্যাহত রেখেছেন।	(১) ‘সচিবালয় নির্দেশমালা-২০১৪’ মোতাবেক মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাগণ নিজ শাখা/অধিশাখা পরিদর্শন করে প্রতিবেদন দাখিল করবেন । (২) সংস্থার প্রধান ও বিভাগীয় প্রধানগণ ম্যানুয়াল অনুযায়ী নিজ নিজ অফিস পরিদর্শনসহ মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন অব্যাহত রাখবেন এবং পরিদর্শন প্রতিবেদন নিয়মিত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন। (৩) কর্মকর্তাগণ ঢাকার বাহিরে পরিদর্শন শেষে দ্রুত প্রতিবেদন দাখিল করবেন।	১। রেলপথ মন্ত্রণালয় এবং বাংলাদেশ রেলওয়ের সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তা। ২। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব ও পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে ।
৪.১৪	ওয়েব সাইট তৈরি ও ইন্টারনেট সংযোগ প্রদান।	মন্ত্রণালয়ের প্রোগ্রামার জানান যে, ১। রেলপথ মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইট নিয়মিত আপডেট করা হয়। ২। অত্র মন্ত্রণালয়ে e-filing system চালু করণের অংশ হিসেবে জুন/২০১৬ এর ২য় সপ্তাহে প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হবে। ডিজি, বিআর জানান যে, (১) বাংলাদেশ রেলওয়ের ওয়েব সাইটটি প্রয়োজনীয় তথ্য উপাত্ত দ্বারা নিয়মিত আপডেট করা হচ্ছে এবং আপডেট কার্যক্রম চলমান। (২) গত ১৪-২-২০১৬ হতে ১৬-২-২০১৬ এবং ২৩-২-২০১৬ হতে ২৫-২-২০১৬ পর্যন্ত ২ দফায় রেলভবন ঢাকায় কর্মরত ২০+২০=মোট ৪০ জন কর্মকর্তাকে e-filing system এর উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। সিএসটিই (টেলিকম), রেলভবন, দপ্তরের সংশ্লিষ্ট শাখার কর্মকর্তা/কর্মচারীগণের প্রশিক্ষণসহ পরীক্ষামূলক e-filing system চালু করা হয়েছে। (৩) e-gp কার্যক্রম Software Developer সংস্থার প্রশিক্ষণ সহায়তায় Procurment Section এর মাধ্যমে শুরুকরণ প্রক্রিয়াধীন আছে।	(১) মন্ত্রণালয় ও রেলওয়ের ওয়েবসাইট নিয়মিত আপডেট করতে হবে। (২) মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়েতে e-filing system চালু করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। (৩) মন্ত্রিপরিষদ সিদ্ধান্ত থাকায় অবিলম্বে e-gp কার্যক্রম শুরু করতে হবে। (৪) জুন ২০১৬ এর জিএম(পূর্ব) ও জিএম(পশ্চিম) এর কার্যালয় হতে ভিডিও কনফারেন্সের এ অংশ গ্রহণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। অতিরিক্ত সচিব(উঃ ও পঃ), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৩। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অবকাঠামো/অপারেশন/ রোলিং স্টক/ অর্থ/এমএন্ডসিপি), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৪। সিএসটিই (টেলিকম), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৫। যুগ্ম-মহাপরিচালক (অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৬। প্রোগ্রামার, রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪.১৫	জিআরপিএর কার্যক্রম।	ডিআইজি, জিআরপি জানান যে, রেলওয়ে রেঞ্জ চট্টগ্রাম ও সৈয়দপুর রেলওয়ে জেলার পুলিশি অভিযান ও মোবাইল কোর্টে এপ্রিল/২০১৬ মাসের মামলার সংখ্যা মাদকদ্রব্য-৫৪, চোরাচালানী-১১, জিডির-৪৮ এবং	(১) রেলওয়ে আইন, ১৮৯০ এর প্রয়োজনীয় সংশোধনীর নিমিত্তে গঠিত কমিটি আগামী সভার পূর্বে প্রতিবেদন দখিল করবেন। কমিটিতে RNB প্রতিনিধিকে	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন)(সংযুক্ত), রেলপথ মন্ত্রণালয়।

ক্রঃনং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		গ্রেফতারের সংখ্যা মাদকদ্রব্য-৫২ জন, চোরাচালন-১১ জন। ডিজি, বিআর জানান যে, (২) সীমান্তবর্তী এলাকা দিয়ে চলাচলকারী ট্রেনসমূহে জেলা চোরাচালান নিরোধ টাস্কফোর্সের মাধ্যমে নিয়মিতভাবে অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। রেলপথ দিয়ে যাতে অবৈধ অস্ত্র ও চোরাচালানী পণ্য পরিবাহিত হতে না পারে সে জন্য রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনী'র সদস্যগণকে ইয়ার্ড এবং স্টেশনের দায়িত্ব পালনের সময় সর্বোচ্চ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। রেলওয়ে নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যগণ যাত্রীবাহী ট্রেনের জিআরপি'র সহযোগী হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। এছাড়া নিরাপত্তা বাহিনীর অফিসার ও প্রহরীদের সহায়তা নিয়ে বাণিজ্যিক বিভাগ কর্তৃক মাঝে মধ্যে রেলপথে চোরাচালান প্রতিরোধে যৌথ অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। (৩) বর্তমানে রেলওয়ে এলাকায় এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটের মাধ্যমে মোবাইল কোর্ট পরিচালিত হচ্ছে। মোবাইল কোর্টের মাধ্যমে বিনা টিকেটে ট্রেন ভ্রমণ, ট্রেনের ছাদে/ইঞ্জিনে ভ্রমণ, ছিনতাই, মাদকসেবী, চোরাকারবারী, মাদক পাচারকারী ও টিকিট কালোবাজারী রোধকল্পে অভিযান পরিচালনা করা হচ্ছে। এছাড়াও রেলওয়েতে কর্মরত বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের কর্মকর্তাগণ দ্বারা মোবাইল কোর্ট চালানোর লক্ষ্যে ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা অর্পণের জন্য মন্ত্রণালয়কে পত্র দেয়া হয়েছে। (৪) জিআরপি ও আরএনবি 'র সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে যাত্রীদের ছাদে ভ্রমণ প্রতিরোধ ও স্টেশনসমূহ হকারমুক্ত রাখার জন্য জোনাল পর্যায়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। (৫) বিভিন্ন স্টেশনে Third Gender - দের (হিজড়া) দৌরাত্ম ও বিরক্তিকর কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণ এর জন্য ইতোমধ্যে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। (৬) বাংলাদেশ রেলওয়ের ট্রাফিক বিভাগ কর্তৃক বিভিন্ন ট্রেনে নিয়মিতভাবে টিকেট চেকিং কার্যক্রম পরিচালিত হয়। বাংলাদেশ রেলওয়েতে পরিচালিত টিকেট চেকিং কার্যক্রমের সর্বশেষ ফলাফল ও হিসাব বিভাগের টিটিইগণের মার্চ/ ২০১৬ মাসের অর্জিত আয়ের বিবরণী নিয়মিত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হচ্ছে। (৮) টিকেট কালোবাজারি রোধে স্টেশনে কর্মরত বুকিং সহকারীদের ০৩ (তিন) বৎসর চাকুরি পূর্ণ হলে তাদেরকে নিয়মিত বদলির জন্য সংশ্লিষ্টদের ইতোমধ্যে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। (৯) জাল টিকেটের রুট খুঁজে বের করার জন্য ইতোমধ্যেই সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।	কো-অপ্ট করতে হবে। (২) ট্রেনে অস্ত্র, মাদকসহ অন্যান্য চোরাইমাল পরিবহণ প্রতিরোধকল্পে আরএনবি'র সাথে সমন্বয় পূর্বক জিআরপির নজরদারি ও তৎপরতা বৃদ্ধি করতে হবে। তাছাড়া, ট্রেন চালকদের নিরাপত্তাসহ ট্রেনে চেইন টেনে ও হুইস পাইপ খুলে অনির্ধারিত স্থানে চোরাকারবারীরা যাতে ট্রেন থামাতে না পারে এ বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। (৩) বাংলাদেশ রেলওয়ে ও জিআরপির দুই বিভাগের মধ্যে সমন্বয়ের মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের অবহিত রেখে নিয়মিত মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে। (৪) জিআরপি ও আরএনবির সমন্বিত উদ্যোগের মাধ্যমে যাত্রীদের ছাদে ভ্রমণ প্রতিরোধ ও স্টেশনসমূহ হকারমুক্ত রাখার ব্যবস্থ্ গ্রহণ করতে হবে। (৫) বিভিন্ন স্টেশনে Third Gender - দের (হিজড়া) দৌরাত্ম ও বিরক্তিকর কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। (৬) প্রতি মাসের ১০ তারিখের মধ্যে পূর্ববর্তী মাসের মাসিক টিকেট চেকিং ও আয়ের তথ্য একাউন্টস্ ও পরিবহণ ডিপার্টমেন্টকে একই ছকে সমন্বিতভাবে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। (৬) মহাব্যবাস্থাপক(পূর্ব/পশ্চিম) এক সপ্তাহের মধ্যে জিআরপির আবাসনের জন্য জায়গার ব্যবস্থা করে দিবেন। (৭) টিকেট কালোবাজারি রোধে স্টেশনে কর্মরত বুকিং সহকারীদের ০৩ (তিন) বছর চাকুরি পূর্ণ হলে তাদেরকে নিয়মিত বদলির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (৮) জাল টিকিট এর রুট খুঁজে বের করতে হবে। (৯) ঈদের সময় জিআরপি ও আরএনবি সমন্বয়ে Platform ম্যানেজমেন্টের ব্যবস্থা নিতে হবে।	৩। ডিআইজি, রেলওয়ে রেঞ্জ। ৪। পরিচালক (সংস্থাপন), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৫। চীফ কমান্ড্যান্ট (পূর্ব/পশ্চিম)।

ক্রঃনং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		(১০) কর্মচারীগণ যাতে টিকেট কালোবাজারিদের সাথে সংযুক্ত না হয় সে লক্ষ্যে ঈদের আগেই কর্মচারীদের বদলির ব্যবস্থা করার জন্য ইতোমধ্যেই সংশিণ্টষ্টদের নির্দেশনা দেয়া হয়েছে।		
৪.১৬	প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে যথাসময়ে প্রতিবেদন প্রেরণ ।	ডিজি, বিআর জানান যে, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়সহ অন্যান্য কার্যালয়ে প্রেরিত পাক্ষিক/মাসিক প্রতিবেদনসমূহ যথাসময়ে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।	মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রতি মাসের ০১ তারিখের মধ্যে পাক্ষিক/মাসিক প্রতিবেদনসমূহ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবেন। তা ছাড়া প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরিতব্য পত্রসমূহ নির্ভুল তথ্যসহ পাঠাতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। উপ-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪.১৭	শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অভিযোগ নিস্পত্তি।	ডিজি, বিআর জানান যে, সিদ্ধান্ড় অনুযায়ী প্রতি কার্য দিবসে বাংলাদেশ রেলওয়ের অভিযোগ বক্স খোলা হয় ২৬-০৪-২০১৬ হতে ২৫-৫-২০১৬ পর্যন্ড় কোন অভিযোগ বা চিঠি পাওয়া যায়নি।	(১) মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের সংশ্লিষ্ট ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণ প্রতিদিন একবার অভিযোগ বক্স চেক করবেন। (২) প্রতি সভায় সংশ্লিষ্ট ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তাগণ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ের অভিযোগ সম্পর্কিত প্রাপ্ত তথ্যাদি এবং এ সম্পর্কে গৃহীত ব্যবস্থাদি আলাদাভাবে সভায় উপস্থাপন করবেন। (৩) মন্ত্রণালয়ে/অধিদপ্তরে পত্রের মাধ্যমে প্রেরিত অভিযোগ নিস্পত্তির ব্যবস্থা নিতে হবে এবং রিপোর্টে উল্লেখ করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। যুগ্ম-সচিব(প্রশাসন) রেলপথ মন্ত্রণালয় ৩। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (এমএন্ডসিপি) বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৪। উপ-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪.১৮	তথ্য অধিদপ্তর হতে প্রাপ্ত পেপার কাটিং এর ওপর গৃহীত ব্যবস্থা ।	ডিজি, বিআর জানান যে, সংশিণ্টষ্ট দপ্তরে প্রেরণ পূর্বক প্রতিবেদনসহ জবাব প্রদানের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। ইতোমধ্যে ১৩১ টি পেপার কাটিং এর বিষয়ে যথাযথ মাধ্যমে রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। অবশিষ্ট পেপার কাটিংয়ের বিষয়ে সংশিণ্টষ্ট দপ্তর সমূহ হতে প্রতিবেদন পাওয়ার পর প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।	(১) পেপার কাটিং এর নিউজের বিষয়ে গুরুত্ব অনুযায়ী দ্রুত কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা অধিক সংখ্যক পেপার কাটিং পেয়ে থাকলেও জনগুরুত্বপূর্ণ বিবেচনায় অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (২) এ মন্ত্রণালয়ের জনসংযোগ কর্মকর্তা নিয়মিত মাসিক সমন্বয় সভায় উপস্থিত থাকবেন।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। উপ-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৩। জনসংযোগ কর্মকর্তা, রেলপথ মন্ত্রণালয়।
(গ) বিবিধ				
৪.১৯	কে. পি. আই	ডিজি, বিআর জানান যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের কেপিআই হিসেবে চিহ্নিত স্থাপনাসমূহের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য জিএম (পূর্ব/পশ্চিম), চট্টগ্রাম/রাজশাহীকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।	(১) বাংলাদেশ রেলওয়ের কে.পি.আই হিসেবে চিহ্নিত যে সকল স্থাপনা রয়েছে তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। ডিআইজি, রেলওয়ে রেঞ্জ।
৪.২০	নির্ধারিত সময়সূচি অনুসারে ট্রেন পরিচালনা, কন্টেইনার পরিবহণ ও অন্যান্য বিষয়।	ডিজি, বিআর জানান যে, (১) আন্ড্ঞনগর মেইল এক্সপ্রেস ও লোকাল ট্রেনের সময়ানুবর্তিতারহার এপ্রিল/২০১৬ মাসে যথাক্রমে ৯১%,৭৮%,৮৭% । মার্চ/২০১৬ মাসে আন্ড্ঞনগর, মেইল এক্সপ্রেস ও লোকাল ট্রেনের সময়ানুবর্তিতার হার ছিল যথাক্রমে ৯২%,৮১.৫০%, ৮৯.৫০% ।	(১) উভয় অঞ্চলের আন্তঃনগর ট্রেনের সময়ানুবর্তিতার হার কমপক্ষে ৮৫% এ উন্নীত করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। (২) অতিরিক্ত মহাপরিচালক (রোলিং স্টক) এবং অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন)	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। মহাব্যবস্থাপক, (পূর্ব/পশ্চিম)। ৩। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (অপারেশন) বাংলাদেশ রেলওয়ে।

ক্রঃনং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		বর্তমান বাংলাদেশ রেলওয়েতে স্টেশন মাস্টারের শূন্য পদ পূরণ হলে এবং বিদ্যমান গতি নিয়ন্ত্রণাদেশের সংখ্যা কমিয়ে আনা হলে সার্বিক সময়ানুবর্তিতার হার আরো উন্নত করা সম্ভব হবে। (২) বর্তমানে জ্বালানি তেল পরিবহনের চাহিদা পাওয়ার সাথে সাথে ওয়াগন সরবরাহ ও পরিবহনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ অব্যাহত আছে। (৩) কন্টেইনার পরিবহনের প্রাতি গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে এবং তা অব্যাহত থাকবে। বর্তমানে এপ্রিল/২০১৬ মাসে মোট ১১৫টি কন্টেইনার ট্রেনের মাধ্যমে ৬২৬৯ TEUs পন্য পরিবহন করা হয়। বিগত মার্চ/২০১৬ মাসে মোট ৯৭টি কন্টেইনার ট্রেনের মাধ্যমে ৫৩৪৭ TEUs পন্য পরিবহন করা হয়েছিল। (৪) গত তিন মাসের ট্রেনের নিয়ামানুবর্তিতার হার সভায় উপস্থাপন করা হবে।	যৌথভাবে সমন্বিত পরিকল্পনার মাধ্যমে চাহিদা মোতাবেক সার ও জ্বালানি পরিবহণ নিশ্চিত করবেন। (৩) নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির সরবরাহ নিশ্চিতকল্পে কন্টেইনার পরিবহণের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে হবে। (৪) মহাব্যবস্থাপক, (পূর্ব/পশ্চিম) গত ০৩ (তিন) মসের ট্রেনের নিয়মানুবর্তিতার হার আগামী সভায় উপস্থাপন করবেন।	৪। অতিরিক্ত মহাপরিচালক (রোলিং স্টক) বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৫। যুগ্ম-মহাপরিচালক (অপারেশন), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৬। যুগ্ম-মহাপরিচালক (প্রকৌশল), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৭। যুগ্ম-মহাপরিচালক (মেকানিক্যাল), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪.২১	জিআইবিআর ।	ডিজি,বিআর জানান যে, (১) রেলওয়ের পরিদর্শন অধিদপ্তরের জনবল বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ রেলওয়ে সংস্কার প্রকল্পের পরামর্শক প্রতিষ্ঠান PwC একটি Draft Report পেশ করেছে যার উপর গত ১১-০৩-২০১৫ই তারিখে সচিব, রেলপথ মন্ত্রণালয় মহোদয়ের সভাপতিত্বে একটি Presentation এবং Discussion সভা অনুষ্ঠিত হয়। গত ২১ মার্চ/২০১৬ তারিখে বাংলাদেশ রেলওয়ের জনবলের উপর পরামর্শক প্রতিষ্ঠান PwC একটি Draft Final Report পেশ করেছে। রেলওয়ের পরিদর্শন অধিদপ্তরের ক্ষেত্রে Railway Act 1890 সংশোধন হওয়ার পর জনবল বৃদ্ধির বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। জিআইবিআর জানান যে, (২) নিয়মিত মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শন করে পরিদর্শন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হচ্ছে।	(১) রেলওয়ে পরিদর্শন অধিদপ্তরের জনবল বৃদ্ধির দ্রুত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে । (২) জিআইবিআর নিয়মিত পরিদর্শন অব্যাহত রাখবেন। বিশেষ করে মাঠ পর্যায়ে পরিদর্শনের হার বাড়াতে হবে এবং মন্ত্রণালয়ে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রেরণ করবেন।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। সরকারী রেলওয়ে পরিদর্শক, রেলওয়ে পরিদর্শন অধিদপ্তর।
৪.২২	টাস্কফোর্সের কার্যক্রম	ডিজি,বিআর জানান যে, (৩) ট্রেনের ভিতর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও সীট কভার, টয়লেট প্রতিনিয়ত পরিস্কার করা হচ্ছে। এপ্রিল/১৬ মাসে পূর্বাঞ্চলে মোট ৫৫১ টি এবং পশ্চিমাঞ্চলে বিজিতে ২২৭ টি ও এমজিতে ৯৩ টি মোট ৩২০ টি কোচের ফিউমিগেশন করা হয়েছে। এসএসএই/টিএক্সআর এবং টিএক্সআর গণ কে আন্তঃনগর ট্রেনসহ সকল ট্রেনের পরিস্কার পরিছন্নতা এবং সম্মানিত সাধারণ যাত্রীগণ যাতে স্বাচ্ছন্দে ভ্রমণ করতে পারেন সে বিষয়ে সজাগ দৃষ্টি রাখার নির্দেশ দেয়া হয়েছে এবং সুষ্ঠুভাবে পালন করা হচ্ছে। আন্তঃনগর ট্রেনসমূহের চেয়ার পরিবর্তন/ মেরামত	(১) টাস্কফোর্স নিয়মিত পরিদর্শনপূর্বক প্রতিবেদন দাখিল করবেন। (২) টাস্কফোর্সের প্রদত্ত সুপারিশসমূহের যথাযথ বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে। (৩) বাংলাদেশ রেলওয়ের সেবার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে যাত্রীবাহী ট্রেনের রেকের পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও চেয়ার পরিবর্তন/মেরামত এর বিষয়ে সাপ্তাহিক ভিত্তিক সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন এবং বাস্তবায়নের বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে নিয়মিত প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। অতিরিক্ত মহাপরিচালক, (আরএস/আই/অপারেশন, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৩। যুগ্ম-সচিব(ভূমি), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ৪। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৫। চীফ কমার্শিয়াল ম্যানেজার(পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৬। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার (সকল) বাংলাদেশ রেলওয়ে।

ক্রঃনং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		কাজ অব্যাহত রয়েছে। (৪) ক্যাটারিং সার্ভিসের সেবার মান উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের সাথে প্রতি মাসে সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এছাড়াও ক্যাটারিং সার্ভিসের সেবার মান উন্নয়নে ঘন ঘন কর্মকর্তা/পরিদর্শকগণের সমন্বয়ে পরিদর্শন জোরদার করা হয়েছে। গত এপ্রিল/২০১৬ মাসে সর্বমোট ১৩ টি খাবার গাড়ী পরিদর্শন কার্যক্রম সম্পন্ন করা হয়েছে। কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হলে জরিমানা আরোপসহ কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।	(৪) ক্যাটারিং সার্ভিসের সেবার মান উন্নয়নে টাস্কফোর্স তাৎক্ষণিক পরিদর্শন করে প্রতিবেদন প্রদান করবে এবং এর ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।	
৪.২৩	বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়ন।	ডিজি, বিআর জানান যে, আগামী ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করা হচ্ছে। (২) বার্ষিক কর্মস্পাদন চুক্তিতে উল্লেখিত নির্ধারিত তারিখের মধ্যে কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে।	আগামী ২০১৫-১৬ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি বাস্তবায়নে সর্বোচ্চ গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। (২) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে উল্লিখিত নির্ধারিত তারিখের মধ্যে কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হবে।	১। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৩। যুগ্ম-সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয়।
৪.২৪	বাংলাদেশ রেলওয়ের রাজস্ব আদায়।	ডিজি, বিআর জানান যে, (১) স্টেশন দিয়ে বিনা টিকেটে যাতে কেউ ঢুকতে না পারে এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে। (২) বিনা ভাড়ায় ভ্রমণকারীদের ভাড়া আদায়/জরিমানার জন্য অধিক সংখ্যক মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করার জন্য ইতোমধ্যেই জোনাল পর্যায়ে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। (৩) ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরে যাত্রী মালামাল/পার্শ্বেল, ভূ-সম্পত্তি ও অন্যান্য উৎস হতে ৮৯১.২৮ কোটি টাকা আয় হয় এবং ২০১৫-১৬ অর্থ বছরের এপ্রিল ২০১৬ পর্যন্ত ১০ মাসের ৭৮০.৮৯ কোটি আয় হয়। (৪) ভূমি রাজস্ব আদায় অগ্রগতি ভাল না। জুন মাসের মধ্যে APA -তে বর্ণিত লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে।	(১) স্টেশনে বিনা টিকিটে যাতে কেউ ঢুকতে না পারে এ বিষয়ে আধুনিক পদ্ধতি প্রয়োগ ব্যবস্থা করতে হবে। (২) বিনা ভাড়ায় ভ্রমণকারীদের ভাড়া আদায়/জরিমানার জন্য অধিক সংখ্যক মোবাইল কোর্ট পরিচালনা করতে হবে। (৩) সমন্বয় সভায় নিয়মিত রাজস্ব আদায়ের হালনাগাদ তথ্য পেশ করতে হবে। (৪) ভূমি রাজস্ব আয় এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। মহাব্যবস্থাপক (পর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৩। প্রধান ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৪। বিভাগীয় ভূ-সম্পত্তি কর্মকর্তা (সকল), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪.২৫	বাংলাদেশ রেলওয়ের কর্মচারীদের নির্ধারিত ইউনিফর্ম পরিধান ।	ডিজি,বিআর জানান যে, (১) ইউনিফরম প্রাপ্ত কর্মচারীদের-কে কর্মক্ষেত্রে ইউনিফরম পরিধান করার নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে এবং পরিপালন করা হচ্ছে। (২) বিধি মোতাবেক কর্মচারীদের ইউনিফরম বরাদ্দ দেয়া চলামান আছে। (৩) বিধি/পরিপত্র অনুযায়ী কর্মচারীগণকে ধোলাই ভাতা প্রদান করা হয়।	(১) বাংলাদেশ রেলওয়ে যে সকল কর্মচারীদের ইউনিফর্ম আছে তাদের তা কর্মক্ষেত্রেও পরিধান করা বাধ্যতামূলক করতে হবে। (২) বিধি মোতাবেক কর্মচারীদের ইউনিফর্ম বরাদ্দ দিতে হবে। (৩) কর্মচারীদের ধোলাই ভাতা প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। মহাব্যবস্থাপক (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে। ৩। চীফ কমান্ড্যান্ট (পূর্ব/পশ্চিম), বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪.২৬	বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রশিক্ষণ একাডেমির কার্যক্রম।	ডিজি, বিআর জানান যে, (১) নিয়মিত প্রেরণ করা হচ্ছে। (২) রেলওয়ের প্রশিক্ষন একাডেমি, চট্টগ্রামে রেক্টর নিয়মিত পদ সৃজনের প্রস্তাব রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে।	(১) বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রশিক্ষণ একাডেমীতে চলমান প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা/প্রশিক্ষণসূচী বাস্তবায়নের বিষয়ে প্রতি মাসে অগ্রগতি প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে। (২) রেলওয়ে প্রশিক্ষণ একাডেমী,	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন), রেলপথ মন্ত্রণালয় । ৩। রেক্টর, বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রশিক্ষণ

ক্রঃনং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		(৩) রেলওয়ের ট্রেনিং একাডেমির ১০ টি শ্রেণী কক্ষকে মাল্টিমিডিয়ায় রূপান্তরকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা আগামী অর্থ বছর (২০১৬-২০১৭) গ্রহণ করা হবে। (৪) প্রশিক্ষণার্থীদের আবসিক সুবিধার মান উন্নয়ন করার লক্ষ্যে বর্তমানে একটি কর্মকর্তা হোস্টেল তৈরী করা হচ্ছে এবং কর্মচারীদের জন্য ৩০০ আসন বিশিষ্ট একটি প্রশিক্ষণার্থী কর্মচারী হোস্টেল তৈরির ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। (৫) স্ব স্ব বিভাগের সিনিয়র কর্মচারী ও কর্মকর্তা হতে প্রশিক্ষক পদায়নের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। সম্মানী ভাতা বৃদ্ধি করে বাহিরের রিসোর্স পার্সন দ্বারা প্রশিক্ষণ গ্রহণের ব্যবস্থা করা হবে। (৬) সময় উপযোগী প্রশিক্ষণ মডিউল তেরী করা হচ্ছে। (৭) প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাগণের মধ্যে যারা প্রশিক্ষণে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকার করবে, তাদেরকে উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশে প্রেরণের প্রণোদনা দেয়ার বিষয়ে প্রয়োজনীয় নিরের্দশনা পাওয়ার পর ব্যবস্থা নেয়া হবে।	চট্টগ্রামে রেক্টর এর নিয়মিত পদ সৃজনের জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে। (৩) প্রশিক্ষণ কক্ষসমূহ মাল্টিমিডিয়ায় রূপান্তরকরণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (৪) প্রশিক্ষণার্থীদের আবাসন সুবিধার মান উন্নয়ন করতে হবে। (৫) উপযুক্ত প্রশিক্ষক পদায়নসহ বাইরের রির্সোস পারসনদের দ্বারা প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (৭) ভবিষ্যতে নিয়োগকৃত সহকারী স্টেশন মাস্টারদের জন্য সময়োপযোগী প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরি করতে হবে। (৮) রেলওয়ে প্রশিক্ষণ একাডেমিতে PPR এবং Project Management এর উপর স্বল্প মেয়াদি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা যেতে পারে। (৯) প্রশিক্ষণার্থী কর্মকর্তাগণের মধ্যে যারা প্রশিক্ষণে ১ম, ২য় ও ৩য় স্থান অধিকার করবে, তাদেরকে উচ্চতর প্রশিক্ষণের জন্য বিদেশে প্রেরণের প্রণোদনা দেয়ার বিধান রাখতে হবে।	একাডেমী, চট্টগ্রাম।
৪.২৭	জাতিসংঘ ঘোষিত SDG বাস্তবায়ন ।	এ বিষয়ে বাংলাদেশ রেলওয়ে হতে উর্ধ্বতন পরিকল্পনা কর্মকর্তা-১, রেলভবন, ঢাকাকে ফোকাল পয়েন্ট কর্মকর্তা মনোনয়ন প্রদান করা হয়েছে।	জাতিসংঘ ঘোষিত SDG বাস্তবায়নের জন্য প্রস্তুতকৃত Action Plan বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রয়োজনীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা) এ বিষয়ে তত্ত্বাবধান করবেন।	১। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন ও পরিকল্পনা), রেলপথ মন্ত্রণালয়। ২। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪.২৮	বাংলাদেশ রেলওয়ের বাসাসমূহ সাব-লেট প্রদানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ	ডিজি, বিআর জানান যে, রেলওয়ে বাসায় অননুমোদিত অতিবাসের কারণে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের নিকট হতে দন্ড হারে বাসা ভাড়া আদায়সহ প্রয়োজনে রেলওয়ে বাসা হতে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা/কর্মচারীদের উচ্ছেদ করা হয়েছে/হচ্ছে। বাংলাদেশ রেলওয়ের পশ্চিমাঞ্চলে বিদ্যমান রেলওয়ে বাসায় কোন সাব-লেট নেই। বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলে রেলওয়ের বাসা বরাদ্দ নিয়ে সাব-লেট প্রদানকারী কর্মকর্তা/কর্মচারীদের তালিকা প্রণয়নকরত তদন্তপূর্বক উচ্ছেদের ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য জিএম (পূর্ব), চট্টগ্রামকে নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।	অতিরিক্ত সময় অবস্থান এবং সাবলেট প্রদানকারীদের বিরুদ্ধে তদন্ত পূর্বক তালিকা করে উচ্ছেদের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। (২) রেলওয়ে কোয়াটার গুলোতে অবৈধ দখলদারদের অবিলম্বে উচ্ছেদ করতে হবে। (৩) খিলগাঁও রেলওয়ে কোয়াটার এ হিজরাদের অবৈধ দখলের বিষয়ে জিএম(পূর্ব) কি ব্যবস্থা নিয়েছেন তা অবিলম্বে মন্ত্রণালয়কে জানাবেন।	১। অতিরিক্ত মহাপরিচালক(আই) বাংলাদেশ রেলওয়ে। ২। পরিচালক(প্রকৌশল) বাংলাদেশ রেলওয়ে।
৪.২৯	দর্শনার্থী পাস ইস্যুকরণ	ডিজি, বিআর জানান যে, যথাযথভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে।	সকল প্রাধিকার প্রাপ্ত কর্মকর্তা দর্শনার্থীদের জন্য নির্ধারিত পাস ইস্যু করবেন।	রেলপথ মন্ত্রণালয় ও বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রাধিকার প্রাপ্ত সকল কর্মকর্তা ।

ক্রঃনং	বিষয়	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৪.৩০	মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদ হয়েছেন বাংলাদেশ রেলওয়ের এমন কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তালিকা প্রণয়ন ও ইতিহাস সংরক্ষণ।	ডিজি, বিআর জানান যে, এ বিষয়ে ব্যবস্থা নেয়া হবে।	মহান মুক্তিযুদ্ধে শহীদ কর্মকর্তা-কর্মচারীদের তালিকা প্রণয়নসহ সকল অবদানের ইতিহাস সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	১। মহাপরিচালক, বাংলাদেশ রেলওয়ে।

০৫। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

(মোঃ ফিরোজ সালাহ্ উদ্দিন)
সচিব